চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

১০ মে ২০২৩খ্রি

ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুম খুলছে চসিক

ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবিলায় কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নাগরিকদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি জান-মালের ক্ষতি কমাতে ৯০ টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রেখেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)। নগরীর দামপাড়ায় এই কন্ট্রোল রুমের ০২৩-৩৩৩-৬৩০-৭৩৯ জরুরি সেবা নাম্বারে ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য ও সেবা পাবেন চট্টগ্রামবাসী।

বুধবার চসিকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির সভায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানলে যাতে সাধারণ মানুষের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ যাতে সর্বোচ্চ গতিতে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ হলো ৪১ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুতকরণ, কন্ট্রোল রুম গঠন, ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রস্তুতিসভা ও ঘূর্ণিঝড় মোখার গতিবেগ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জরুরি যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নাগরিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরিতে প্রতিটি এলাকায় মাইকিং করা হবে। পাশাপাশি আরবান মেডিকেল টিম, আরবান ভলান্টিয়ার ও উদ্ধারকর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে বিশুদ্ধ পানি, শুকনো খাবার, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সড়কবাতি নির্বিঘ্ন রাখার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব খালেদ মাহমুদ, কাউন্সিলর মোঃ জহুরুল আলম জসিম, মোঃ ইলিয়াছ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন, মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী (টিপু), ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ইমাম হোসেন রানা, রেড ক্রিসেন্টের সিটি সম্পাদক আব্দুল জব্বার, নগর পরিকল্পনাবিদ আবদুল্লাহ আল ওমর, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন আলী চৌধুরী।

সাড়ে ৪ কোটি টাকায় উন্নত হবে শীতল ঝর্ণা আবাসিকের সড়ক

চট্টগ্রামের ২ নং জালালাবাদ ওয়ার্ডের শীতল ঝর্ণা আবাসিক এলাকার সড়কের উন্নয়নে চার কোটি সাড়ে ৬৩ লক্ষ টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

বুধবার মেয়রের উদ্বোধন করা এ প্রকল্পের আওতায় আরেফিন নগর সড়ক, বিশ্ব কবরস্থান থেকে লতিফ সুবেদার স্থানীয় সড়ক, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি হতে মুক্তিযোদ্ধা এলাকা ও আস্তানা নগর হয়ে ফরেষ্ট পর্যন্ত শীতল ঝর্ণা আবাসিক এলাকার সড়ক ও ওয়াহেদ আলী বাড়ির বাইলেইনের উন্নয়ন করা হবে।

এসময় মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যে আড়াই হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ দিয়েছেন তার আওতায় এই সড়কগুলো সংস্কার করা হচ্ছে। আমি নতুন সড়ক নির্মাণের পাশপাশি সড়ক সংস্কারে জোর দিচ্ছি। কারণ সড়ক সংস্কারে ব্যয় তুলনামূলক কম হলেও এর সুফল অনেক বেশি হয়।

"আমি চট্টগ্রামের সন্তান। আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা সব এ শহরে। একারণে কোন কোন এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রাধিকার পাওয়া উচিৎ তা বিবেচনা করেই আমি প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করছি। এলাকার যে কোন সমস্যা আমাকে জানান। আমার সাথে দেখা করতে কারো সুপারিশ লাগেনা। আপনারা সমস্যা নিয়ে আসুন, আমি যথাসাধ্য সমাধান দিব। এই এলাকার জনগণ কাউন্সিলরের মাধ্যমে এই সড়কগুলো সংস্কার করতে বললে আমি সাথে সাথে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি।"

জনগণকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে মেয়র রেজাউল বলেন, মেয়রের একার পক্ষে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভবনা। এজন্য জনগণকে সিটি কর্পোরেশন ও সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। আপনারা রাস্তা-ফুটপাথ-খাল-নালা দখল করবেননা আর যত্রতত্র পলিথিন ফেলবেননা। তাহলেই এসব প্রকল্পের সর্বোচ্চ সুফল আপনারা ভোগ করতে পারবেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাবু, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর ফারজানা বেগম মুন্নী, চসিকের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহীন উল ইসলাম চৌধুরী, সহকারী প্রকৌশলী রিফাত উল কবির, জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা আজিজ আহমদসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮